



290230 - যিনি বসে বসে নামায পড়েন তার জন্য তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলা কি ওয়াজবি?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি ফরয নামায বসে বসে পড়েন তার তাকবীরে তাহরীমা বলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসে করতে চাই। তার জন্য দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা কি ওয়াজবি; এরপর তিনি বসবেন? যদি তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতে ভুলে যান; বসা অবস্থায় বললে সক্ষেত্রে তাকে কি নামাযটি পুনরায় আদায় করতে হবে? আমার বাবা যোহররে সুন্নত নামায বসে বসে আদায় করছিলেন। যহেতে তার হাঁটুতে ব্যথ্যা আছে। তিনি রুকু সজেদা করতে পারেন। কিন্তু দাঁড়াতে তার খুব কষ্ট হয়। তিনি যখন ফরয নামায আদায় করছেন তখনও বসে বসে আদায় করছেন; তাকবীর দয়োর জন্য দাঁড়াননি। এমতাবস্থায় তার উপর কি কোনে কিছু বর্তাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কয়াম বা দাঁড়ানো ফরয নামাযের একটি রুকন; এটি ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। তাই দাঁড়াতে অপারগ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য বসে বসে নামায আদায় করা জায়যে নয়।

ফরয নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার জন্য দাঁড়ানোকে আলমেগণ ওয়াজবি মরম্মে উদ্ধৃত করছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) "আল-মাজমু" গ্রন্থে (৩/২৯৬) বলেন: "তাকবীরে তাহরীমার প্রতিটি হিরফ মুসল্লি দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চারণ করা ওয়াজবি। যদি কোনে একটি হিরফ দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চারিত না হয় তাহলে তার নামায ফরয নামায হিসেবে সংঘটিত হবে না।"[সমাপ্ত]

আল-আখয়ারি আল-মালকে বলেন: "নামাযের ফরযগুলো হচ্ছে— নরিদম্বিট নামাযের নয়িত, তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে তাহরীমা বলার জন্য দাঁড়ানো, সূরা ফাতহি ও সূরা ফাতহি পড়ার জন্য দাঁড়ানো এবং রুকু...।"[সমাপ্ত]

আল-খরিশা (রহঃ) "শারহু মুখতাসারি খলিলি" গ্রন্থে (১/২৬৪) নামাযের ফরযগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "আমল অনুসরণে ভিত্তিতে সক্ষম, মাসবুক নয় (জামাতের রাকাত ছুটে গেছে এমন নয়) এমন ব্যক্তির জন্য ফরয নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার জন্য দাঁড়ানো। অতএব, তাকবীরে তাহরীমা বসে কথিবা ঝুঁকে পড়া অবস্থায় উচ্চারণ করলে সেটা জায়যে হবে না।"[সমাপ্ত]

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া আল-কুয়তেিয়া" গ্রন্থে (১৩/২২০) এসছে— "যে নামাযের জন্য কয়াম বা দাঁড়ানো ফরয সে নামাযে মুসল্লির দাঁড়িয়ে তাকবীর বলা ওয়াজবি। যহেতৌ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) কে বলছেন: "তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি তা না পার তাহলে বসে বসে আদায় কর, যদি সটোও না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় কর।" ইমাম নাসাঈ একটু বাড়তি বর্ণনা করছেন: "যদি সটোও না পার তাহলে চটি হয়ে শুয়ে নামায আদায় কর"। কয়াম বা দাঁড়ানো আদায় হবে পঠি খাড়া রাখার মাধ্যমে।

সুতরাং বসা অবস্থায় কথিবা নুয়ে পড়া অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বললে সটো আদায় হবে না। এখানে দাঁড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হবে— যা হুকমি দাঁড়ানো (যা দাঁড়ানোর স্থলাভিষিক্ত) কেও অন্তর্ভুক্ত করে; যাত করে কোন ওজরের কারণে বসে বসে ফরয নামায আদায়কারীর বসাও এর মধ্যে শামলি হয়ে যায়।"[সমাপ্ত]

অসুস্থ ব্যক্তি নামাযের ক্ষেত্রে নীতি হল: নামাযের যে যে রুকন ও ওয়াজবি তার পক্ষ আদায় করা সম্ভবপর সগুলো সে আদায় করবে। আর যগুলো আদায় করা তার সাধ্যে নেই সগুলো তার জন্য মওকুফ হবে।

অতএব, তিনি যদি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে সক্ষম হন তাহলে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করা তার উপর ওয়াজবি। এরপর যদি দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য কষ্টকর হয় তাহলে তিনি বসে পড়বেন। আরও জানতে দেখুন: [263252](#) নং প্রশ্নোত্তর।

খলিল আল-মালকেরি 'মুখতাসারু' নামক গ্রন্থে এসছে— "যদি দাঁড়িয়ে সূরা ফাতহা পড়তে অপারগ হন তাহলে বসে পড়বেন।"

আল-হাত্তাব এর ব্যাখ্যাত বলেন:

"ইবনে আব্দুস সালাম বলেন:... এক্ষেত্রে যা বাঞ্ছনীয় সটো হল: যদি সে ব্যক্তি কিছুটাও দাঁড়াতে সক্ষম হন তাহলে ততটুকু দাঁড়াবে। হোক সটো তাকবীরে তাহরীমা বলার মত সময় পরিমাণ কথিবা এর চয়েও বেশি পরিমাণ। কেননা তার উপর দায়িত্ব হচ্ছে—তলোওয়াতকালে দাঁড়ানো। যদি কটে পরপূর্ণ কয়াম (দাঁড়ানো) ও পরপূর্ণ তলোওয়াত করতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তি যতটুকু পারে ততটুকু করবে; বাকীটুকু তার জন্য মওকুফ হবে।[সমাপ্ত]

ইবনে ফারহুন বলেন: অর্থাৎ যদি কটে মাথা ঘুরানোর কারণে বা অন্য কোন কারণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতহা শেষ করতে অপারগ হয়; কিন্তু বসে বসে পড়তে সক্ষম হয় তাহলে প্রসঙ্গ মতানুযায়ী সে সাধ্যমত সটো পালন করবে এবং বাকীটুকুর জন্য দাঁড়ানো তার উপর থেকে মওকুফ হবে। বাকীটুকু সে বসে বসে আদায় করবে।

(সতর্কীকরণ) গ্রন্থাকারের বক্তব্য থেকে আপাতঃ মনে হয় যে, তাকে দাঁড়াতেই হবে না; এমনকি তাকবীরে তাহরীমার জন্যও না— বিষয়টি এমন নয়। তবে তার বক্তব্যের সাথে যদি এ শর্তযুক্ত করা হয় যে, 'যদি তিনি দাঁড়ালে এরপর আর বসতে না পারেন' তাহলে হতে পারে...।[মাওয়াহিবুল জালিলি (২/৫) থেকে সংক্ষেপে ও সমাপ্ত]



হানাফি মাযহাবের 'আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া' গ্রন্থে (১/১৩৬) এসছে:

"চতুর্দশ পরচ্ছিদে: অসুস্থ ব্যক্তির নামায:

যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হয় তাহলে বসে বসে পড়বে। রুকু করবে, সজেদা করবে। হদোয়া গ্রন্থে এভাবে বলা হয়েছে।

অক্ষমতার সবচেয়ে সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে— যদি দাঁড়ালে তার শারীরিক কোন কষ্ট হয়...। যদি দাঁড়ালে তার কষ্ট হয় তাহলে দাঁড়ানো বর্জন করা জায়েয হবে না। আল-কাফী গ্রন্থে এভাবে বলা আছে।

যদি কিউে কিছু সময় দাঁড়ানোর সক্ষমতা রাখা; গোটো সময় নয়—তাহলে তাকে তার সাধ্যমত দাঁড়ানোর নরিদশে দয়ো হবো। এমনকি কিউে যদি শুধু তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করার মত সময় দাঁড়াতে সক্ষম হয়; তলোওয়াত করার সময় দাঁড়াতে সক্ষম না হয় কথিবা তলোওয়াতরে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়; গোটো সময় নয়—তাহলে তাকে দাঁড়িয়ে তাকবীর দোওয়া ও সাধ্যানুযায়ী দাঁড়িয়ে ক্বরীতে পড়ার নরিদশে দয়ো হবো। এরপর সো যদি অক্ষম হয়ে পড়ে তখন বসে যাবে..."[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ মুখতার আল-শানক্বতি বলেন:

"ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি যিনি দাঁড়াতে পারনে না তিনি বসে বসে নামায পড়বেন..."।

যদি কিউে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে সক্ষম হয় তাহলে সো এসে সরাসরি বসে পড়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে না; বরং দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। কেননা তার পক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা সম্ভব। এরপর তার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হলে বসে পড়বে। যদি তার পক্ষ্যে দাঁড়ানো সম্ভবপর না হয় কথিবা কঠনি হয় যমেন পক্ষ্যাঘাত গ্রস্তরে অবস্থা তাহলে সক্ষেত্রে সো ব্যক্তি বসে বসে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। আর যদি তার পক্ষ্যে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয় তাহলে সো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে এবং চয়োরটকি তার পছিনহে রাখবে; এতে কোন অসুবধি নহে। যদি তার কষ্ট হয় তাহলে সো ব্যক্তি বসে পড়বে। যহেতে ফকিহ-এর একটী সূত্র হচ্ছে— "أن الضرورة تقدر بقدرها" (জরুরী অবস্থা বা অনন্যোপায় অবস্থাকে তার সীমায় সীমতি রাখা হবো)। এই সূত্ররে আরকেটি উপ-সূত্র হচ্ছে— "ما أبيح للحاجة يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" (প্রয়োজনরে তাগদি যা বধে করা হয়েছে সো তার সীমাতে সীমাবদ্ধ থাকবে)

সুতরাং তার জরুরী অবস্থা হচ্ছে— দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হওয়া; তাই আমরা বলব: আপন দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে বসে পড়ুন। যদি কারো জরুরী অবস্থা এমন হয় যে, তিনি দাঁড়াতহে পারনে না; তাহলে আমরা বলব: আমি বসে বসেই তাকবীর দনি; কোন অসুবধি নহে।



এটরি বধিান এর অবস্থাভদে। ওটরি বধিান সটেরি অবস্থাভদে। এ ব্যাপারে মানুযকে সাবধান করতে হবে। কনেরা কখনও কখনও আপনদিখেবনে য়ে, য়ে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম তিনি বসে বসে তাকবীর দচ্ছনে। অথচ তিনি দাঁড়াতে পারনে, কোন কোন ক্ষত্রে দাঁড়িয়ে চয়োর নতিে পারনে, চয়োর বহন করে বরে হতে পারনে—এমন ব্যক্তিরি পক্ষে তাকবীরে তাহরীমার রুকনটি বসে বসে পালন করার রুখসত (ছাড়) দয়ো যায় না। তাকে এ বিষয়ে সাবধান করতে হবে। যদি কড়ে দাঁড়াতই না পারে আমরা বলব: তিনি বসে পড়ুন।"[শারহু যাদলি মুস্তাকনি' (২/৯১ শামলোর নম্বর অনুযায়ী)]

এ আলোচনার পরপ্রিক্ষেতিে আপনার বাবাকে ঐ নামায পুনরায় আদায় করতে হবে; য়ে নামাযে তিনি তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলতে ভুলে গেছেন; যদি তার জানা থকে থাকে য়ে, তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলা তার জন্যে আবশ্যক ছিল।

আর যদি শরয়িতরে হুকুম না জানার কারণে বসে বসে নামায পড়ে থাকনে এবং ধারণা করনে য়ে, যার জন্য বসে বসে নামায পড়া জায়যে তার জন্য বসে বসে তাকবীর বলাও জায়যে; তাহলে তার জন্য ঐ নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক হবে না। আরও জানতে দেখুন: 45648 নং, 193008 নং ও [50684](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।